প্রথম সংস্করণ
১লা বৈশাখ, ১৩৬২

প্রকাশক
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
কবিপত্র প্রকাশভবন
১সি, রানীশঙ্করী লেন
কলকাতা-২৬

প্রচ্ছদশিল্পী
পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রণ
শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

পরিবেশক
সিগনেট বুকশপ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-১২
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-২৯

বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' ১৩৬২-৬৮ সালের মধ্যে লিখিত এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কবিতার সংকলন। আন্তরিক ঐক্যে তিনটি পর্বে কবিতাগুলি বিন্যস্ত। বিন্যাসে কালানুক্রমিকতা রক্ষিত হয় নি।

স্মরণ করি পরলোকগত পিতৃদেব যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে, যাঁর প্রভাব এবং প্রেরণায় আমি দীক্ষিত। তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ নিবেদন করি।

গ্রন্থ প্রকাশনায় স্মরণীয় শ্রম স্বীকার করেছেন বন্ধুবর পবিত্র সরকার। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হ'ত না। নানা বিষয়ে সহায়তা করেছেন সমীর সেনগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রণবকুমার চক্রবর্তী। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থসজ্জায় সহায়তা করেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সূচিপত্র

ক য়ে ক টি ক ণ্ঠ স্ব র

সকাল : প্রার্থনা (সকাল। আকাশে জলে সম্মিলিত রৌদ্রের পুণ্যাহ) ১১
মোহানা থেকে (এখানে এসো) ১২
নির্বাসনের পরে (তবুও লোহার শহরে পাখির গান) ১৪
স্তব (ফুটপাতে ফোটে কৃষ্ণচূড়ার দিন) ১৫
অভিজ্ঞানবসন্ত (শিয়রে বসন্ত আসে পাতা ঝরা শুরু হ'লে পর) ১৬
প্রতীকী (তবু তোমাকেই ভাবি। অন্তর্গত, বিশদ উপায়ে) ১৭
কোনো জীবিত কবির প্রতি (তোমার মৃত্যুর পরে পনেরোটি প্রবন্ধ বেরোবে) ১৮
অবিস্মরণীয় (মনে প'ড়ে গেলো বহুদিন পরে) ১৯
স্নানযাত্রা (যে-নদীর গতিপথে আমরা আজ স্বতন্ত্র, একাকী) ২০
গোধূলির ফলশ্রুতি (যৌবন নামক এক পরস্পরবিরোধী স্বভাবে) ২১
বর্ষার রাত (আকাশের নদী থেকে সারারাত জল ঝ'রে পড়ে) ২২
খোলা জানালার চিঠি (অমল বাতাসে সময় এসেছে বাতায়নিকের পত্র) ২৩
স্থানীয় সংবাদ (শেষ ট্রেণ চ'লে গেলো। বরদাব্রিজের নিচে অন্ধকার ঘোরে) ২৫
কয়েকটি কণ্ঠস্বর (আমরা এখনো আছি আলো আর আকাশের দেশে) ২৬
সূর্যাস্ত (সূর্যাস্তে পৌঁছে দেখি সহসা বিদীর্ণ অন্তরাল) ২৮
বন্ধুর চিঠি (টেবিলে বিভিন্ন ছায়া, কৌশলের ভিড়) ২৯
স্বাস্থ্যনিবাসে (দূরের জলের শব্দে মাঝরাতে জেগে উঠে শুনি) ৩০
সান্ধ্যকৌতুকী (পার্শ্ববর্তী কক্ষে মাত্র দু'জন মহিলা, তবু মনে হয় ভয়ানক ভিড়) ৩১
সন্ধিলগ্ন (আহুতি দেবার লগ্ন এসেছে অন্ধকারের যজ্ঞে) ৩২

অ ন্ধ কা রে র গল্প

উদ্ভাসিত জন্ম ও অনন্দিত মৃত্যু (কাচের আধারে ডুবে ঘুমায় যমজ শিশু দু'টি) ৩৫
বড়োদিনের ছুটিতে (ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে পাঁচজন অম্লান যুবক) ৩৬
অন্ধকারের গল্প (বুলু এসে ডুবে গেলো বলরাম সরকারের ঘাটে) ৩৮
পোশাক ('কারণ পোশাক নেই সেহেতু আমার মৃতদেহ') ৪০
সুধাকরের মৃত্যু (সূর্যোদয় দেখতে গিয়ে আত্মঘাতী হ'লো সুধাকর) ৪২
অসামাজিক (ভদ্রলোক দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি) ৪৪
দ্বৈপায়ন (আমার চারপাশে শুধু জলস্রোত। জলস্রোতে আমি) ৪৬
সপ্তরথী, একটি আর্তনাদ (এ-কোন্ সূর্যাস্তে জ্বলে আমাদের ধ্বংসের প্রতিমা) ৪৭
গল্প-বিষয়ক কবিতা (আমার শরীর এক অবিচল অন্ধকার নদী।) ৪৮

বিনিদ্র সংলাপ

শতবর্ষে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর (তুমি যদি বেঁচে থাকতে দেখতে পেতে আমাদের দেহ) ৫১

সংগীতের জন্ম (চাঁদ ডুবে গেছে দূরে চতুর্থীর তিথির তিমিরে) ৫৩

সমাপ্তি (কাহিনীরা সমার্থক সংযোজিত পুনশ্চ সংলাপে) ৫৪

অন্ধকার, কয়েকটি শব্দ (আমি তার পদশব্দে মধ্যরাত্রে জেগেছি যখন) ৫৫

পিকনিক (আসন্ন ঝড়ের পূর্বে গাছপালা স্তব্ধ হয়ে আছে।) ৫৬

বিনিদ্র সংলাপ (অন্ধকার আকাশের নিচে) ৫৭

দ্বিতীয় মৃত্যু (কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো পড়ন্ত বেলার বাতায়নে) ৫৮

দুঃস্বপ্ন (অন্ধকারের পদতলে ঐ শায়িত নদীর জলে) ৫৯

বার্ধক্যের দেশে (গোপনে নিঃশ্বাস টানি বলিরেখাকণ্টকিত বার্ধক্যের দেশে) ৬০

বারান্দা (সদ্যোজাত অন্ধকার গোধূলির বিবর্ণ শিশুকে) ৬২

উৎসবের রাত্রি (আবহমান অন্ধকারের রক্তধারায় ভিজে) ৬৩

কথোপকথন : চৌদ্দ শো সাল

(দেশলাই আছে ? সিগারেট দিতে আপত্তি নেই কারো) ৬৫

সন্তাপ (বৃদ্ধেরা সন্ধ্যায় আসে বলরাম সরকারের ঘাটে) ৬৬

সেলুন (এখন সময় যত্নে শানানো ক্ষুর) ৬৭

প্রাতিভাসিক (সমস্ত নদীর জলে জেগে ওঠে প্রবল উৎসাহ) ৬৮

দ্বৈতভাষণ (প্রগল্‌ভ গ্রন্থের ভিড়ে, জীবিকায় আত্মসমর্পণ) ৬৯

প্রহরী (উপত্যকা শব্দহীন, স্তূপীকৃত সৈন্যদের দেহ ;) ৭০

পরম্পর (কয়েকটি আবছা মুখ, আলোর তরঙ্গ চতুর্দিকে) ৭১

সন্ধিপত্র (আমাদের চতুর্দিকে অন্তরঙ্গ আগ্নেয় পরিধি) ৭৩

প্রতিবিম্বের প্রতি (দর্পণে যে-মুখ দেখি সে আমারই প্রতিবিম্ব বটে) ৭৫

প্রতীকের মৃত্যু (একদা সম্মুখে ছিলো শব্দহীন শস্যের প্রাঙ্গণ) ৭৭

প্রত্যাবর্তন (অশ্বত্থ পল্লব থেকে রৌদ্র গেলো বন-অন্তরালে) ৮০

ক য়ে ক টি

ক ণ্ঠ স্ব র

সকাল : প্রার্থনা

সকাল। আকাশে জলে সম্মিলিত রৌদ্রের পুণ্যাহ।
অন্ধকার থেকে এসো, ফিরে এসো, আমার কবিতা;
সংহত তরঙ্গে তুমি ভুলে যাও রাত্রির প্রদাহ
অনাবৃত অন্তরালে এসো দৃশ্যপুঞ্জপরিবৃতা।

জানি, তুমি সঙ্কুচিত। অন্ধকার আশ্রয় তোমার।
প্রকাশ্য জগতে চক্ষু দগ্ধ হয় তীব্র দৃশ্যপটে,
কিন্তু তাই শ্রেয়তর; কতক্ষণ বিদীর্ণ দুয়ার
নিঃসঙ্গ পবিত্র থাকে দৃপ্তচক্ষু সূর্যের নিকটে।

আপাতত চক্ষু, গ্রীবা, প্রণোদিত মুখ বক্ষদেশ
তুলে ধরো অনিবার্য বাতায়ন থেকে বহুদূরে,
দেখবে আকাঙ্ক্ষাগুলি আমাদের পায়ে-পায়ে ঘুরে
ক্রমশ উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, তীব্রতম, সহজ, অশেষ।
দেখবে কেমন ক'রে আলোকিত তুমি, আমি, আর
আমাদের মধ্যবর্তী স্বেদ রক্তে মিলিত সংসার।

কিন্তু জানি, সাধ্যাতীত তোমার প্রকাশ্য আবির্ভাব।
তুমি স্বেচ্ছা-ভ্রাম্যমাণ বোধাতীত তিমিরবিলাসী,
আমাদের চতুর্দিকে রক্তস্রোত বদলাবে স্বভাব
অপরিবর্তনযোগ্য তুমি শুদ্ধ, আলোকবিনাশী।
ইতিমধ্যে আমি হবো মৃত্যুহীন পতঙ্গের দাহ,
আবর্তিত বস্তুপুঞ্জে ক্ষমাহীন সূর্যের প্রবাহ।

মোহানা থেকে

এখানে এসো।

বিষণ্ণ হয়ো না
বিরক্ত হয়ো না
ভীতি বা ক্লান্তি মুহূর্তের অস্তিত্ব,
পরিণামে সবই শান্ত

এখানে শান্তি
এখানে এসো।

প্রসন্ন আলোর পাখিটি কিছুক্ষণ ছটফট ক'রে
পালিয়ে গেলো,
পৃথিবী ঝাঁপ দিলো
মৃত্যুর গহন স্তব্ধ সমুদ্রের অতলে।
ওপরের ঢেউগুলি বড্ড বেসামাল
তাদের হাসিতে তুমি ভুলো না
বাঁশিতে মুগ্ধ হয়ো না
শরীরের উন্মত্ত উষ্ণতায় সমর্পণ কোরো না
নিজের অস্তিত্বকে।

এখানে শান্তি
এখানে এসো।

অন্ধকার পাথরগুলির আড়াল থেকে
যে-শান্ত নদীটি সাঁওতাল তরুণীর মতো
অলস চাপল্যে সময়সঙ্গমে ব'য়ে চললো
তার হাতছানিতে তুমি ভুলো না।

তার যেখানে শেষ
সেখান থেকেই তোমার শুরু।

চেনা ঘরের দেয়ালে চোখ রেখে,
সময়ের দামাল ছেলেটিকে ফাঁকি দিয়ে,
দিনগুলি চ'লে গেলো।
এবার আমাকে ছেড়ে দাও,
একবার এখানে আসি।

এখানে এসো
এখানে শান্তি।

নির্বাসনের পরে

তবুও লোহার শহরে পাখির গান !

চোখের পাতায় দ্রুত পলাতক আলো
ক্রমশ শিথিল রৌদ্রের অভিমান
মৃদু প্রতিবাদে শরীরে আগুন জ্বালো

সে-আগুনে পোড়ে মন স্মৃতি, উপবন ;
সূর্যের কোলে বিকেল বিপুল নদী
নদী কেঁপে ওঠে আয়ত চোখের কোণে
রক্তের স্রোত গোধূলির প্রতিনিধি ।

ফিরছে, ফিরুক স্রোতের মানুষ ঘরে,
ঘর-পর আজ পরবাসে একাকার,
পাতার আড়ালে সাজানো সে-সংসার
অবিকল দেখি নির্বাসনের পরে ।

স্বর্ব

ফুটপাতে ফোটে কৃষ্ণচূড়ার দিন
বাঁকানো রোদের রেখাটি সাজানো ঘরে,
কে বলে শহরে শুধুই জীবিকা, ঋণ ;
অমরাবতীও তোমারই কণ্ঠস্বরে।

বন্ধু জানায় তুমি বহুবল্লভা,
তুমিই বলো না তাতে কিবা যায় আসে
পরিমাপ ? সে তো বণিকেরা ভালোবাসে
ক্লান্ত না হোক বাহুব মহোৎসব।

দু-দিকে জানালা, মধ্যে অন্ধগলি
ধোঁয়া পাক খায় সন্ধ্যাব নিশ্বাসে
লক্ষ বুকের সখ্যের পদাবলি
দেয়ালে-দেযালে মাথা কুটে ফিরে আসে।

হঠাৎ কখনো প্রমত্ত সংঘাতে
আশ্বিনে আসে ঝড়,
কেঁপে ওঠে তরী মাতাল ঝঞ্ঝাবাতে
জাগে নির্ভীক লক্ষ কণ্ঠস্বর।

সমুদ্রে নীল নির্জন আশ্বাসে
পাখিরা এনেছে কূজনমুখর দিন,
উপযাচকের মতো কেন ফিরে আসে
কামনা আমার, অথই আমার ঋণ।

অভিজ্ঞানবসন্ত

শিয়রে বসন্ত আসে পাতাঝরা শুরু হ'লে পর,
হাওয়ার তরঙ্গে মগ্ন হৃদয়ের শীত-সহচরী
প্রজাপতি-বর্ণ দিয়ে শরীরকে করে গাঢ়তর
আশ্লেষ-শিখায় জ্বলে বাসনার প্রতীক সে-নারী।

দু-টি শ্বেত পদ্মকলি জলে-ডোবা আধেক উন্মুখ
শুভ্র আকাঙ্ক্ষার ফুল, ঢেকে রাখে দু-টি নীল ঢেউ
প্রায় স্বচ্ছ আবরণে, শরীরী রহস্যে ঘেরা বুক
তৃষ্ণার প্রদীপ জ্বালে, সে-আগুন নেবায় না কেউ।

এই সব গূঢ় কথা চৈতন্যের নদীতে যখন
মৃদু ছলছল সুরে অন্তরঙ্গ রেখা-ঢেউ বোনে
আমি তাকে ডেকে বলি : 'তোমার আত্মার কাছে মন
অন্য প্রত্যাশায় স্নিগ্ধ হবে, না কি সমাপ্তি এখানে।'

বধির, উত্তরহীন, অতল সাগর-ঘেরা চোখে
অপলক চেয়ে থাকে, তারপর কান্নার জোয়ারে
আচমকা ভেঙে পড়ে ; সহকর্মী অস্তিত্বের শোকে
অন্ধকার ফিরে যায় অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

প্রতীকী

তবু তোমাকেই ভাবি। অন্তর্গত, বিশদ উপায়ে
পলকে হারিয়ে যায় স্বেদ, রক্ত, মেঘ, পাখি, নক্ষত্র, নদীরা,
কেবল তোমার দেহ অস্থাবর ঐশ্বর্যের নম্র অভিপ্রায়ে
পোড়ায় সৈকতে কক্ষে শরীরের আগ্নেয় মদিরা।

অমল প্রবাহে তুমি জেগে ওঠো, লাবণ্যের স্খলিতবন্ধন :
অগ্নি হোক আবরণরাশি ;
মধ্যরাত্রে অতর্কিতে অবসন্ন নৈতিক স্পন্দন
দূরের বন্দর ঘিরে রক্তের স্রোতের অট্টহাসি।

আর, আমি চেয়ে দেখি দূরে-প্রতিধ্বনিত শৈশবে
বাতাস জলের শব্দ রৌদ্ররঙ্গভূমির প্রতিমা
বিষাদে লালিত। কিন্তু দুরারোগ্য অর্জিত বৈভবে
ক্রমশ বিদীর্ণ এক পরাক্রান্ত নৈঃশব্দ্যের সীমা।

রক্তস্রোত ক্রমাগত অন্য পরিমণ্ডলের দিকে।
ধ্বংসের শিয়রে তবু মানিনা নিঃসঙ্গ পরাভব,
ভস্মীভূত মদনের প্রতিহিংসাসম্পন্ন প্রতীকে
আলোকিত প্রতিভাসে তুমি একা, অসেতুসম্ভব।

কোনো জীবিত কবির প্রতি

তোমার মৃত্যুর পরে পনেরোটি প্রবন্ধ বেরোবে
বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে। শোকসভা বসবে জমাট
বক্তৃতার ফাঁকে-ফাঁকে বীরবৃন্দ কপালের ঘাম মুছে নেবে,
বিদূষক সভাপতি নিজেকেই ভাববে সম্রাট।

তোমার কীর্তিকে ঘিরে অন্য কীর্তি করবে ঘোষণা
গ্রন্থকীট গবেষক, সামাজিক সুযোগসন্ধানী ;
উদ্ধৃতির কাঁটাতারে বাঁধা হবে কবিতার ফসলের সোনা,
ঘুরবে প্রসন্ন চিত্তে পরিতৃপ্ত বুদ্ধিমান প্রাণী।

জানি, তুমি মৃদু হেসে চ'লে যাবে এই অবসরে
শোকের সমুদ্র থেকে আলোকিত উৎসের সম্মুখে,
পার হয়ে মহানদী প্রার্থনা জানাবে কণ্ঠস্বরে ;
আরক্ত পায়ের চিহ্ন জ্ব'লে উঠবে গভীর অসুখে।

অংশত মানুষ আর নিসর্গের রহস্যের সীমা
অতিক্রম ক'রে যাবে অন্য-এক আত্মতন্ত্রী আলোর শপথে,
যৌবনের রক্তপদ্মে উন্মোচিত মৃত্যুর মহিমা,
আলো হাওয়া মেঘ পাখি ফিরে পাবে নিজস্ব জগতে।

মাটির পৃথিবী আর মৃত্যুহীন মানুষের ঘরে
অম্লান ঐশ্বর্যে তুমি জ্ব'লে ওঠো অতি সংগোপনে,
তোমার অস্তিত্ব শুধু আঁকা হবে নক্ষত্রের নির্জন অক্ষরে
প্রেমিকের রক্তস্রোতে, কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে, চুম্বনে।

অবিস্মরণীয়

মনে প'ড়ে গেলো বহুদিন পরে
বিকেলবেলায় বৈশাখী ঝড়ে
ভেঙেছে আমার ঘুম।
চোখ মেলে দেখি সারা অঞ্চলে
রক্তপ্লাবিত ভিতর মহলে
রৌদ্রের মরশুম।
যেহেতু রৌদ্র ভালোবেসে আমি
অন্তঃপুরের দিকে
বাড়িয়ে দিয়েছি হাত,
শুনেছি কেবল গাঢ় কোলাহল
সারাদিন সারারাত।

বহুদিন পরে গোধূলিঘাতক
অন্ধকারের ঝড়
ঠাণ্ডা রক্তে ভিজিয়ে রেখেছে
বিছানা বালিশ ঘর।
ধারালো আলোয় চেয়ে দেখি দূরে
চলাফেরা আজ যদিও শহরে
দিগ্বিদিকের স্থির সমাচারে
জলের শব্দ চুপ,
কুড়িটি রক্তগোলাপ সাজানো
টেবিলে পুড়ছে ধূপ।

স্নানযাত্রা

যে-নদীর গতিপথে আমরা আজ স্বতন্ত্র, একাকী
নির্বাচিত তরঙ্গের উৎস অনুসন্ধানের পর
ঘূর্ণির সর্পিল দেহে কলঙ্কিত শোকসভা দেখি।

যদিচ নবীন যাত্রা অনুপম শরীরে স্বীকৃত,
অধুনা প্রতিটি নিষ্ঠা স্বয়ংনিহত সহচর,
অজ্ঞাত কারণে ক্লান্ত পারিষদবর্গ পরিবৃত।

অথচ স্রোতের টানে কাঠ খড় ফুল মৃতদেহ
সমার্থক আমন্ত্রণে সমুদ্রের দিকে পলাতক,
জোয়ারে ক্রমশ বাড়ে আমদানি এবং সন্দেহ।

শবাধারে কারুকার্য অবিধেয়। অথচ স্থপতি
নিজস্ব রীতিতে মগ্ন, যদিও তা আত্মপ্রতারক;
দর্পণে আগুন জ্বালে আকাঙ্ক্ষার মূঢ় বনস্পতি।

অবশ্যই উপরোক্ত বর্ণনীয় দৃশ্যের আড়ালে
আমাদের স্নানযাত্রা ব্যাহত। মাতাল পরিণামে
দুরন্ত উৎসের দিকে অসংযত দু-বাহু বাড়ালে
জাহ্নবলে দূরগামী। শত্রুবৃন্দ দক্ষিণে ও বামে
গ'ড়ে তোলে দুর্গদ্বার অন্ধকার, সচল, স্তম্ভিত।

আমাদের স্নানযাত্রা অনিবার্য, কিন্তু অনিশ্চিত।

গোধূলির ফলশ্রুতি

যৌবন নামক এক পরস্পরবিরোধী স্বভাবে
দ্বিবর্ণ সংঘর্ষে আমি ক্লান্ত, কিন্তু রক্তমেঘে প্লাবিত অম্বর।
সে-অদৃশ্য অধ্যায়ের সমাচার তীব্র, ভয়াবহ ;
সমস্ত আকীর্ণ দৃশ্যে পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের ঝড়।
তারই মধ্যে পরাক্রান্ত শতাব্দীর সংগ্রামী জাতক
গঙ্গাজলে শব দেখি, কী আশ্চর্য, দেখি না স্নাতক।

আমাদের উপকণ্ঠে বারণাবতের মতো বিশ্বাসঘাতক বনভূমি
পশ্চিমী সূর্যাস্ত থেকে শয়তান এসেছো এ-ঘরে,
স্বর্ণপাত্র হাতে নিয়ে সন্ধিপত্র সামনে রেখে তুমি
জেনেছো উদ্বাস্তু আমরা অস্তিত্বের বিভিন্ন নির্ঝরে।

পশ্চাতে গোধূলি এলো ধ্বংসের সম্পূর্ণ আয়োজন।
কবচ, সংক্ষিপ্তসার, কথামৃত, বীমা আর বেদ
অপিচ অন্ধের সঙ্গে রাতকানার সামান্য প্রভেদ,
তেমতি আমরা ভ্রমি রুধিরাক্ত বারান্দায়, ঝড়ে।

বন্ধ দোর খুলে গেলে দুর্গের মৌলিক আয়তন
চোখে পড়ে। বিচূর্ণ কক্ষের অভ্যন্তরে
কয়েকটি কবন্ধ দেহ নীতিবিদ্‌ সাজায় কৌতুকে
মধ্যরাত্রে ফিরে পায় দিগন্তের মৌলিক স্পন্দন।

সমস্ত মরণশীল দৃশ্যপুঞ্জে আমি কিছু শব্দের প্রয়াসী।
অসমাপ্ত রঙ্গনাট্যে সমার্থক কুশীলব এবং দর্শক,
পোশাকের ব্যবধান নামমাত্র স্বীকার্য, যদ্যপি
ভাঁড়ের ভূমিকা নেয় পানপাত্রে নিবিষ্ট নৃপতি।

দূরের জলের শব্দে পল্লবিত মহাবনস্পতি।

বর্ষার রাত

আকাশের নদী থেকে সারারাত জল ঝ'রে পড়ে।
বাইরে মাতাল হাওয়া, ঘরের ভিতরে মৃদু আলো
টেবিলে, দেয়ালে, কাচে, ফুলের স্তবকে, কণ্ঠস্বরে ;
অন্তর্লীন অন্ধকার রক্তে এসে প্রদীপ জ্বালালো।

কারো মুখে কথা নেই। সুশীতল শান্ত নীরবতা
চক্ষুর পল্লবে, মুখে, বুকের রেখায়, ঘন চুলে ;
মেঘের মন্দিরে শুধু সারারাত মন্ত্র-কথকতা
চকিতে চমকে ওঠে, নিবে যায় দৃপ্ত কৌতূহলে।

ঝিনুকে রাত্রির জন্ম, ক্ষণমাত্র পরমায়ু তার,
দু-বাহুর অবরোধে অধরের আরক্ত শপথে
উন্মোচিত রক্তপদ্ম নিশ্বাসে জড়ায় অন্ধকার ;
বাতাসের হাহাকার অবিরল বৃষ্টিঝরা পথে।

আকাশ সমুদ্র, তার অন্তরঙ্গ শরীরের নদী
প্রগল্‌ভ জোয়ারে চূর্ণ সফেন উল্লাসে অবিরত,
নির্বাপিত চেতনায় জেলে রাখে স্বপ্নের সমাধি ;
বিষণ্ণ বাসরে রাত্রি সর্বস্বান্ত বেহুলার মতো।

খোলা জানালার চিঠি

অমল বাতাসে সময় এসেছে বাতায়নিকের পত্র
লেখার, যা কিছু ঝরিয়ে দেবার পরম যত্ন,
ঝরনা, এ কোন্ ঝরনা সামনে খুলেছে আলোর বিশাল সত্র,
এখন সময় কুড়িয়ে নেবার ধূলিধূসরিত রত্ন।

মনে করো আমি যৌবন থেকে বহুদূরে, বহুদূরে,—
দূর দুরাশার আলোকপ্রতিম দুর্গে
স্বেচ্ছাবন্দী, প্রতিদ্বন্দ্বী নদীটির পথ ঘুরে
নির্বাসনের স্বজনবিহীন স্বর্গে।

অবারিত মাঠ গগন-ললাট মিশেছে আমার অঙ্গে,
রক্ত-ধারায় দৃশ্যপুঞ্জ সহজ, অপ্রতিরোধ্য,
খোলা জানালায় অলক দোলায় অলকবিলাসী হাওয়া,
জেগেছে হঠাৎ প্রবল প্রপাত আমারই বুকের মধ্যে।

মনে করো কোনো অদূরদর্শী ভবিষ্যতের গর্ভে
শুয়ে আছি আমি, আমার শরীর বাসনাবিপুল পর্বে,
গোধূলির স্রোতে পরবাসী-ফেরা ঘরে
অবাক আলোর আরশি ভাঙলো দলিত বাসরে নগ্ন,
খোলা জানালার পত্র লেখার এই তো নিবিড় লগ্ন।

এখনো অদূর ব্যবহৃত স্বভাবের
গভীরে পুড়েছে দূরভাষিণীর মুখ,
আমি তো চাইনি অভিমানিনীর শরীরে জ্বলার সুখ,
আবহমানের বণিক কুড়োয় আমারই স্বর্ণ, রত্ন;
সময় এবার কুড়িয়ে নেবার ঝরাবকুলের যত্ন।

প্রচুর পরাগে রজনীগন্ধা খুলেছে আলোর অমিত সত্র,
বুকের মধ্যে অদেখা আখরে
দূর দুরাশার পদাবলি ঝরে,
স্বেচ্ছাবন্দী পৃথিবী আমার মধ্যে
আলোকিত সর্বত্র,
ঝরনা, তোমার আলোড়িত খরজলে
ভাসিয়ে দিলাম বাতায়নিকের পত্র।

স্থানীয় সংবাদ

শেষ ট্রেন চ'লে গেলো। বরদাব্রিজের নিচে অন্ধকার ঘোরে।
ব্যাণ্ডেলে যাবার পথে কামরাগুলি খালি হয়ে যাবে,
নীল সোয়েটার পরা সেই লোকটি ঝাঁট দেবে। এক ঘুমের পরে
ভাববে, এবার ছুটি। ঘরে গিয়ে আগুন পোহাবে।

একটু দূরে নৈহাটি স্টেশন। গায়ে লাগানো শহর,
অকুলীন নয়, বড়ো বেশি প্রয়োজনীয়, কারণ—
খাতক, ঘাতক, ক্রেতা ধুতি পরে সমানবহর,
ইতস্তত মান্যজন, ধূমপান প্রকাশ্যে বারণ।

গঙ্গা আছে, জল নেই। চড়া প'ড়ে গেছে মাঝখানে।
চুঁচড়ো থেকে লঞ্চ আসে হুগলিব্রিজ ঘুরে,
ফেরিঘাটে দম নিয়ে ডেলিপ্যাসেঞ্জার যাবে বেশ কিছু দূরে
এবং সহজে ফিরবে পিছল সোপানে।

রোজ মাঝরাতে উঠে বরদাব্রিজের নিচে স্লিপারের বুকে
দেখি ঝলসানো রোদ রক্ত মেখে দিব্যি শুয়ে আছে,
সমস্ত বাতাস চুপ। সব গাড়ি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। চোখের পলকে
পাঁচখানা প্ল্যাটফর্ম খুলে যায় হৃৎপিণ্ডের কাছে।

কয়েকটি কণ্ঠস্বর

আমরা এখনো আছি আলো আর আকাশের দেশে।
বসন্তে বর্ষায় শীতে পুরোনো গল্পের নব শ্রোতা,
সুখ দুঃখ বিরহের পদাবলি গাঢ় ভালোবেসে
আমাদের খরস্রোতা নদী আজ অনন্তবহতা।
কয়েকটি উজ্জ্বল মুখ পরস্পর ডেকে বলি, শোনো—
আমরা মৃত্যুর কথা বলি না কখনো।

দু-একটি স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্ব'লে উঠি দ্বন্দ্বে ও সংকটে,
যদিও মুহূর্তে মগ্ন স্বৈরাচারী সুখ দুঃখ পাপে
ধূসর মৃত্যুর হ্রদে রমণীয় রক্তপদ্ম ফোটে
পরিণামে স্নিগ্ধ হই পরিণত বোধের সন্তাপে।
অন্ধকারে মুখ ঢেকে তুলে ধরি রৌদ্রের অঞ্জলি,
উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গকে মাঝে-মাঝে শান্ত হ'তে বলি।

কারণ, মৃত্যু তো দাস আমাদের ঘরে, প্রতিষ্ঠানে,
পুণ্য স্মৃতিচারণায়, পুষ্পগুচ্ছে, রৌদ্রদগ্ধ ঘাসে।
পঁচিশে বৈশাখে কিংবা বর্ষণান্ত বাইশে শ্রাবণে
বরণীয় বীজমন্ত্রে বারংবার নবজন্ম আসে।
চৈতন্যের অন্ধকারে আলো হাতে ফিরে যাবে কেউ,
সত্তার পরিধি ঘিরে অন্তহীন শূন্যতার ঢেউ।

নীতি কিংবা নেতি আজ ঘরে-পরে আশ্রয় সবার।
তবুও বিশ্বাসী কণ্ঠে উচ্চারিত প্রেমের শপথ,
প্রতিটি চুম্বনে তার রোমাঞ্চিত আলোর সংসার
স্বেদ রক্ত অশ্রু ভেজা আমাদের প্রত্যহের পথ।
কাকচক্ষু দিঘি নেই, কালো চোখে সাগরের জল,
সুখের শরীরে তার আদিগন্ত তৃষ্ণার সম্বল।

পশ্চাতে স্মৃতির ঢেউ, মধ্যরঙ্গে কম্পমান দিন।
দু-চোখের রঙ্গমঞ্চে আলোকিত স্বচ্ছ পরিণাম
দেহের প্রতিটি কোষে জ'মে ওঠে পরিমেয় ঋণ,
নিষ্ঠায় ক্ষমায় প্রেমে জেলে রাখি স্মরণীয় নাম।
মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে পরস্পর ডেকে বলি, শোনো—

• • •

আমরা মৃত্যুর কথা বলি না কখনো।

সূর্যাস্ত

সূর্যাস্তে পৌছে দেখি সহসা বিদীর্ণ অন্তরাল।
দিগ্বিদিকে অগ্নিদগ্ধ প্রান্তরের সীমা,
কনিষ্ঠ আঙুলে আমরা স্পর্শ করি ধূমাবৃত দিকচক্রবাল,
রক্তস্রোতে নিসর্গমহিমা।

দৃশ্যপুঞ্জ থেকে তবু উড়ে যায় পাখি।
উড়ে যায় নদী মাঠ বন্দরের ক্ষিপ্র অভিপ্রায়ে,
পাণ্ডুবর্ণ আলো থেকে শোণিতাক্ত পদচিহ্নে আমরা একাকী
ফিরে আসি। ক্রীতদাস অন্ধকার ঘোরে পায়ে-পায়ে।

অপার মহত্ত্ব কিংবা দৈন্যের কর্দম তলদেশে
প্রসারিত নদীটি নিশ্চুপ ;
ঋতুরঙ্গে পুড়ে যায় খাণ্ডবের প্রতীক সে-ধূপ
কে বা আছো সহযোগী আসক্তিবিহীন ছদ্মবেশে !

সূর্যাস্ত এবং সূর্য আজ আর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়,
সমার্থবাচক নয় আগুনের উদ্দেশ্য, বিধেয় ;
জল থেকে রক্তস্রোত যে-নিয়মে ঘন, পরাজেয়—
সেই বৃত্তান্তের কাছে পদানত হবে না হৃদয়।

সূর্যাস্তের সমারোহে দিগন্ত প্লাবিত আজ, দিগন্ত প্লাবিত।
আমরা কয়েকজন অনাহূত সূর্যোদয়বিলাসী যুবক
বিশাল বিস্ময়ে দেখি টিলার উপরে শশী ক্লান্ত, সমাহিত ;
অন্ধকার থেকে আমরা তুলে আনি দু-টি কুরুবক।

বন্ধুর চিঠি

টেবিলে বিভিন্ন ছায়া, কৌশলের ভিড় ;
ইতস্তত রক্তচিহ্নলাঞ্ছিত প্রবাহে
আমি শুধু বিনষ্টস্বভাব।

ক্রমশ সুবিধাবাদী স্রোতের আগুন
নিবে যায়। তবু, ঐ উত্তেজিত তটের সমীপে
মৌলিক প্রদাহ
পোষণ করেছি। আজ বহুদিন পর
বন্ধুর ঘনিষ্ঠ চিঠি।

শচীশ, অমিত, নিখিলেশ
একদা স্বতন্ত্র হ'তে গিয়ে
সিদ্ধান্ত, শোচনা, সংঘ
পরিহার করেছিলো। আজ
শুধুই চরিত্র, কিন্তু, স্বভাববিহীন।

আপাতত গোধূলির মারাত্মক বায়ুর প্রকোপে
পিপাসার স্বতন্ত্র সৌরভ
তোমার শরীরে।

বিকেলে পিওন এলো। শচীর খবর
ডাকটিকিট-আঁটা কালো খামে,
বন্ধুর আক্রান্ত কণ্ঠ নিষিদ্ধ অম্বরে,

ধরণীতে অন্ধকার নামে।

স্বাস্থ্যনিবাসে

দূরের জলের শব্দে মাঝরাতে জেগে উঠে শুনি
শুকনো পাতায় কার লঘু পদধ্বনি,
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় পোড়ে অন্ধকার, দিকে-দিকে দগ্ধ প্রতিবাদ ;
ঊর্মিমুখর জলে শৈশবের স্বাদ।

বাংলোর ওপাশে নদী, দুইদিকে ঢেউভাঙা পাহাড়ের শ্রেণী,
মধ্যে নুড়ি-পাথরের দেশ ;
ঝরনার বাহুতে বাঁধা তরঙ্গত্রিবেণী
নিসর্গরচিত দুর্গে করেছি প্রবেশ।

জলস্রোত কোনোদিন হয়তো শৈশব ফিরে পাবে।
সব স্মৃতি ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো,
সব ক্লান্তি বিশুদ্ধ স্বভাবে
উত্তরাধিকারসূত্রে জেলে রাখে ক্ষত।

অন্ধকার, মৃত কক্ষে অযুত শিশুর কলধ্বনি,
নক্ষত্রের দেশ থেকে কারা সব ফিরে গেলো বিস্মৃত পাতালে ;
শিশুর মতন শান্ত নিরুদ্বেগ অন্ধকার এসেছে যখনই
স্পর্শ করেছি তাকে নিসর্গের ক্লান্ত হাসপাতালে।

যেমন তোমার দেহ আলোকিত কক্ষে ফিরে এলে
তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বৃক্ষরাশি,
কাল আমি ফিরে যাবো, সব রক্ত ছড়াবো বিকেলে।

ছুটিতে ঝরনার গান, পাহাড়ের ঢেউ ভালোবাসি।

সান্ধ্যকৌতুকী

পার্শ্ববর্তী কক্ষে মাত্র দু-জন মহিলা, তবু মনে হয় ভয়ানক ভিড়।
কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে যাবে দূরের শহরে,
নিজেদের মুখ দেখে ঘরের আসবাববৃন্দ লজ্জায় অস্থির;
সাজানো দেয়ালগুলি কৌতুকে সহসা ভেঙে পড়ে।

উত্তরগোগৃহ থেকে রাত্রি এলো রক্তাক্ত পোশাকে,
পাখিরা জানালা দরজা ভেদ ক'রে উড়ে যায়, আর—
দিগ্বিদিকে ঘন হয় নৈঃশব্দ্যের বিচূর্ণ পাহাড়;
আকণ্ঠ মাতাল রাত্রি বিশাল প্রান্তরে শুয়ে থাকে।

চুম্বনপ্রত্যাশী বন্ধু শঙ্খধ্বনি শুনতে পায় নিষ্ঠাবতী প্রেমিকার ঠোঁটে;
তাদের চারপাশে তবু মারাত্মক বায়ুস্তর ঘন হয়ে ওঠে,
নিজস্ব বুকের শব্দে জলপ্রপাতের শব্দ অনুভব ক'রে
পার্শ্ববর্তী কক্ষ থেকে রমণীরা চ'লে যায় দূরের শহরে।

সন্ধিলগ্ন

আহুতি দেবার লগ্ন এসেছে অন্ধকারের যজ্ঞে,
সময় সহসা ঝলকে উঠলো কালপুরুষের খড়্গে,
প্রতিবিম্বিত দর্পণে কাঁপে অসমসাহসী দৃশ্য,
চতুর্দিকেই ঘুরছে চতুর অবিকল্প অবিমৃষ্য।

অতএব নব নাগরিকতায় আমরা দু-জন বন্দী,
অধুনা বিবেকী বন্ধু স্বয়ং প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী,
সুহৃদবর্গ খড়্গহস্ত শাসায় ধ্রুপদী সাক্ষ্যে
ললিত শুভ্র কম্প্র কঠোর সাজানো সরল বাক্যে।

যেহেতু আকাশে বাউল বাতাস চৈত্রদিনেরা দৃপ্ত,
সঙ্গবিহীন ধূসর শূন্য, বাসনা অপরিতৃপ্ত,
আগ্নেয় নীল নদীর শরীর চিবুক বক্ষ পৃষ্ঠ,—
অন্ধকারের সমাধিলগ্নে আলোকিত পরিশিষ্ট।

সুতরাং মৃদু বন্দনা করি কাব্যবিহীন পদ্যে,
নিঝুম রক্তে প্রলয়ের মতো আসবে মধ্যে মধ্যে,
আপাতত আছি নিরাপত্তার স্বয়ংসৃষ্ট স্বর্গে,
সময় সহসা ঝলসে উঠলো কালপুরুষের খড়্গে।

অন্ধকারের গল্প

উত্থাপিত জন্ম ও অনিশ্চিত মৃত্যু

(প্রণবকুমার চক্রবর্তীকে)

কাচের আধারে ডুবে ঘুমায় যমজ শিশু দুটি,
পৃথিবীতে আসবার মাঝপথে অন্তহীন ছুটি।

অপার রহস্য-ঘেরা অন্ধকার এখনো দু-চোখে,
আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি পাবার আগেই অবসাদ
নেমেছে নিঝুম প্রাণে। দুটি সুস্থ প্রসন্ন প্রমাদ
ফর্সেপ্ স্-শীতল হয়ে ফর্মালিনে শুয়ে আছে সুখে।

লোশনে ডোবানো হাত সার্জনের স্থির চোখে কেঁপেছিলো বিস্ময়ের ঢেউ,
বিচক্ষণ বিশ্লেষণে মর্মস্পর্শী ক্লান্ত অনুভব,
কোনো ধ্রুব জিজ্ঞাসায় বিচলিত শিক্ষার্থীরা এসেছিলো কাছে কেউ কেউ;
নির্জন টেবিল ঘিরে অন্তরঙ্গ শোকের উৎসব।

আসঙ্গ তৃপ্তির নগ্ন নির্বাপিত পরিণতি নিয়ে
আস্বচ্ছ কাচের ভাঁড়ে শুয়ে আছে অনেক বৎসর,
মাতৃস্তন্য পিতৃস্নেহ আলো হাওয়া দৃশ্য গন্ধ গান ফাঁকি দিয়ে—
পরিপূর্ণ পিপাসার পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখবার নেই অবসর।

আলোর আরক্ত ঠোঁটে অন্ধকার একটি চুম্বনে
অনিঃশেষ পরমায়ু রেখে গেছে জ্যোতির্ময় ক্ষণে।

হঠাৎ কখনো এসে এই ঘরে বিস্মিত কুমারী
একরাশ প্রশ্ন বুকে টেবিলের সামনে দাঁড়াবে,
বেদনার রক্তপদ্ম বুকে নিয়ে সমাহিত নারী
নিজেরই রক্তের স্রোতে শান্ত এক সদুত্তর পাবে।
সৃষ্টির বেদনা তাকে সংগোপনে করবে মাতাল,
দু-চোখে কাঁপবে তার দুপুরের ম্লান হাসপাতাল।

কোনো প্রাজ্ঞ শল্যবিদ আজ থেকে শতবর্ষ পরে,
অবিরাম অধ্যয়নে মন্ত্রমুগ্ধ শরীরসন্ধানী
উন্মোচিত রহস্যকে খুঁজে পাবে আশ্চর্যের বীক্ষণ-আগারে,
চৈতন্যের অন্ধকারে উদ্ভাসিত আগ্নেয় সরণি।

নীরব নিশ্চিন্ত মনে আরকে ঘুমায় দুটি শিশু।
অকাল-সমাধিমগ্ন সম্ভাবিত বুদ্ধ কিংবা যিশু।

বড়োদিনের ছুটিতে

ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে পাঁচজন অম্লান যুবক
পিকনিকে মেতেছিলো প্রত্যহের গোত্রহীন পশুশালা থেকে,
সকাল দুপুর সন্ধ্যা ন-ঘণ্টায় পরিতৃপ্ত শখ,
শেষ বাস্‌-এ ফিরে এলো লোকায়ত উত্তেজনা মেখে।

দু-জন ছাত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে তিনজন বিশুষ্ক কেরানি
ভিন্নরূপে ফিরে পায় কান্তিমান কৈশোর শৈশব,
উত্তেজক স্মৃতিপুঞ্জ আঙুরের আরকের মতো,
নিঃশব্দে পোড়ালো তারা মৃত্যুহীন সময়ের শব।
সস্নেহে পকেটে পুরে পাঁচখানা অচল দুয়ানি
প্রাণ ভ'রে হেসে নিলো বাতাসের সঙ্গে অবিরত।

সিনেমা সাহিত্য নারী যৌনতত্ত্ব রাজনীতি গান
শেষ হ'লে যুবকেরা ডুবে গেলো সূর্যাস্তের রঙে,
সন্ধ্যার দ্রৌপদী দিলো পাঁচ হাতে পাঁচ খিলি পান
পাঁচটি শৈশব স্বপ্ন ঘুরে এলো প্যারী ও হংকং-এ।

এবং অচরিতার্থ বাসনার শতছিদ্র ঝুলি
রুদ্ধশ্বাসে ভ'রে নিলো জীবিকার যুদ্ধজয়ী এ-পঞ্চপাণ্ডব,
ধূসর অজ্ঞাতবাসে জনান্তিকে নামলো গোধূলি
পাঁচটি বিপন্ন বুকে পাঁচখানি জ্বলন্ত খাণ্ডব।

শহরে ফিরলো তারা, রক্তস্রোতে ফসিলের মতো পূর্বস্মৃতি
সামাজিক সততায় অর্ধমৃত পঞ্চম ঋতুতে;
ঘাতক স্মৃতির হাতে নিরুত্তর রক্তমাখা ছুরি
সশরীরে পাঁচজন পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূতে।

অন্ধকারের গল্প

বুলু এসে ডুবে গেলো বলরাম সরকারের ঘাটে।

উজ্জ্বল দুপুরে রৌদ্র : পাথরের মানুষের ভিড়ে
শব্দেরা বিষণ্ণ হলো বহিরঙ্গে, জনতার হাটে ;
অন্তিমে শীতল শান্তি শোকাহত স্রোতের গভীরে।

কতোদিন লুকিয়েছে ক্যারমের খুঁটি কিংবা তাস
বন্ধুর আড্ডায়, আজো রবিবারে অলস দুপুর
কাটানোর কথা ছিলো অন্তরঙ্গ গল্পের আকাশ
বুকে নিয়ে। কিন্তু তার রক্তস্রোতে তরঙ্গিত সুর
অন্ধকারে আতঙ্কিত আকাঙ্ক্ষার আঘাতে চঞ্চল,
এতক্ষণে নিয়ে গেছে বহুদূরে জোয়ারের জল।

ভালোবেসে হেঁটেছিলো পনেরোটি বছরের পথ নিরুদ্দেশে
বৃষ্টিঝরা রাত্রি আর আশ্বিনের আনন্দে, শঙ্কায়,
জীবনের সমুদ্রকে পার হতে গিয়ে অবশেষে
মাঝ-পথে ডুবে গেলো সামান্য গঙ্গায়।

অশান্ত অস্তিত্ব তার অগোচরে পেয়েছে সম্মান
পরিণামে সব গল্প আলোর আতিথ্যে কম্পমান।

সারাদিন চটকলে জেটিতে ক্রেনের ওঠা-নামা
অশ্রান্ত ঘর্ঘর শব্দে, কাঠ খড় ইট চুন বালি
পাটের ঐশ্বর্য নিয়ে মহাজনী নৌকোর হাঙ্গামা
রটিয়ে মাঝিরা শোনে অশ্বত্থে হাওয়ার করতালি।

উগুলি নেচে নেচে সারাদিন গল্প ব'লে যাবে
বন মৃত্যুতে মগ্ন কাহিনীরা পরমায়ু পাবে নিরবধি,
জাব্দীর পুরাতন গাঢ়তম রক্তধারা স্মৃতিকে ভেজাবে,
বিরল ব'য়ে যাবে রূপালি কান্নায় ভরা আকাশের মতো এক নদী।

-ঘাটে দাঁড়িয়ে শুধু মনে হবে সব আলো খুব ধীরে ধীরে
মিয়ে পড়েছে ম্লান আলোকিত ঘুমের গভীরে।

পোশাক

'কারণ পোশাক নেই সেহেতু আমার মৃতদেহ
ফুটপাতে প'ড়ে আছে। পৌরসভা বড়োই দয়ালু,
চুক্তিবদ্ধ শকুনেরা বুকে নিয়ে অনবদ্য স্নেহ
গোল হয়ে ব'সে আছে। নাগরিক শিরঃপীড়া মুগ্ধ করে তালু।

আমার শীতল রক্তে শহরের ঘোলা নোংরা নর্দমার জল,
মগজে সাজানো আছে সবজান্তা শয়তানের বাসা,
স্বর্গে না নরকে যাব স্থির করতে পারি না কেবল
মরবার পরও দেখি বেঁচে আছি খাসা।

অর্থ যশ প্রতিপত্তি দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য প্রতিভা
কিছুই ছিলো না, তাই চিৎপটাং হয়ে আমি আজ
আরামে ঘুমিয়ে আছি। ফুলের স্তবক শোকসভা
বিব্রত করে না জেনে বড় সুখী ; সুহৃদ সমাজ
যে যার ফিকির খোঁজে ফুটপাত থেকে বহু দূরে,
কাকের বেতারভাষ্য, কী মধুর, কর্মঠ দুপুরে।'

শুনেই বন্ধুরা বলে, 'নৈরাশ্যবাদীর কথকতা।
সামাজিক সততায় আস্থাহীন এই ভদ্রলোক,
সমস্ত নৈতিক মূল্য ধ্বংস করে যার প্রগল্ভতা,
আসুন সকলে মিলে একে আজ শূলে দেওয়া হোক।'

'জানি। সমাধান খোঁজে পুঁথিপত্রে যদ্যপি নির্বোধ
তারও মৃতদেহ পোড়ে আকাঙ্ক্ষার বিকল্প আঁধারে,
রৌদ্রে প্রতিপন্ন সত্য করে মৌল ঋণ পরিশোধ ;
হৃৎপিণ্ড নামক চিতা নিবে যায় বুকের বাঁ-ধারে।

রাং শুয়ে আছি শবাধারশূন্য এই সাজানো শহরে,
মাদের মৃতদেহ, অন্ধকার, প্রতিটি পোশাক
চলে যাচ্ছে গোধূলির নীলবর্ণ উদ্বিগ্ন প্রহরে,
মার শোণিতে ভেজা দৃশ্যাবলি তীব্র পরমায়ু ফিরে পাক।'

সুধাকরের মৃত্যু

সূর্যোদয় দেখতে গিয়ে আত্মঘাতী হ'লো সুধাকর।

দিগন্তে স্বর্ণিল রেখা শোণিতাক্ত ক্লান্ত শর্বরীর,
ভোরের নদীতে এলো অনির্বাণ বিস্ময়ের ঝড়,
নিহত রাত্রির দেহ স্পর্শ করলো সূর্যের শরীর।
শালবন ছেড়ে পাখি উড়ে গেলো, দু-ধারে পাহাড়,
পাহাড় পেরিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ভ্রান্ত হাহাকার।

স্টেশনের পার্শ্ববর্তী রমণীয় টিলার উপরে
নিরুদ্বেগে উঠে গেলো সূর্যোদয়-অভিলাষী ম্লান সুধাকর,
শেষবার হিম হ'য়ে দাঁড়ালো সে চৈতন্যের অন্ধকার ঘরে
স্বয়ং ধ্বংসের দিকে ফিরে গেলো নিঃসঙ্গ নির্ঝর।

সে আজ শরীর হ'য়ে শুয়ে আছে আঁধার পাতালে
তার তাজা মৃতদেহ জর্জরিত ইস্পাতের বিষে,
গতকাল বেঁচেছিলো কর্মব্যস্ত উজ্জ্বল সকালে
বাজারে সেলুনে ঘরে প্ল্যাটফর্মে ঘর্মাক্ত অফিসে।
বিভিন্ন অস্তিত্ব তার কেঁপেছিলো উষ্ণ উপবনে
অন্তর্দাহহীন এক পরিশুদ্ধ বিকীর্ণ জীবনে।

প্রথম চাকাটি তাকে দ্বিখণ্ডিত করবার আগে
শেষ বার জ্ব'লে উঠলো আকাঙ্ক্ষার অন্তিম সংরাগে।

সামান্য রক্তের ছোপ ফিশপ্লেটে খোয়ায় বা ঘাসে,
বিচ্ছিন্ন শরীর মজ্জা ছেঁড়া হাত-পা লাইনের দু-দিকে ছড়া

তরল স্রোতের মতো সন্ধ্যালের লাল আলো এসে
মাংসস্তূপ ধুয়ে দেয়। ঔদরিক পিপাসা জড়ানো
দার্শনিক শকুনেরা ইতস্তত মাথার উপরে
কাকের হিংস্রক দৃষ্টি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

আপাতকর্তব্যে রত পুলিশেরা কিছুটা অস্থির
এবং অস্থির রৌদ্র ইস্পাতের দর্পণে প্রখর ;
কেবল জমাট রক্ত দিবালোকে প্রকাশ্য স্বস্তির
প্রতীক গোপন রাখে। জনস্রোত মন্তব্যে মুখর।

প্রতিটি বিপন্ন বুকে আবেক দুর্বোধ্য মৃত্যুধ্বনিত গর্জন,
দু-পাশে ওভারব্রিজে সারাদিন মানুষের ঢেউ বয়ে যাবে,
শুধু কারো স্নায়ুতন্ত্রে দ্রুতগামী চাকার ধর্ষণ
বাতাসের আর্তনাদে দীর্ঘতম পরমায়ু পাবে।

পুনর্জন্ম নেই জেনে আত্মঘাতী হলো সুধাকর,
মৃত্যুর পূর্বেই তাকে মৃত্যু এসে দিলো জন্মান্তর।

অসামাজিক

'ভদ্রলোক দেখে-দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কারণ
তারা অসহায় কীট।'

—জানালেন কৃষ্ণকান্ত বাবু।

অবশ্যই অতি ধৃষ্ট অর্থহীন এ-নেতিবাচন,
আমরা সকলে নাকি নির্দোষ লাম্পট্যে নিত্য খাই হাবুডুবু।

'বিনিময়ে সকলেই কমবেশি তঞ্চকতা করে।
সোনার শিকলে বাঁধা সামাজিক রীতিনীতিবোধ;
ভিখারি এবং মন্ত্রী একসঙ্গে ঘুমায় কবরে
গোপনে ভাবের ঘরে সিঁধ কেটে সেজেছে নির্বোধ।'

উক্তিতে অপ্রতিপন্ন কৃষ্ণকান্ত আমার আত্মীয়।

মধ্যরাত্রে ঘরে ফিরে বাড়ান নিরীহ স্ত্রীর শোক,
অথচ এ-হেন ব্যক্তি আমোদিত রক্তে শোচনীয়
কোনো মৌল প্রশ্নবোধে জ্বেলেছেন আগুনের শ্লোক।

অধুনা যদিও তিনি অখ্যাতির সর্বশেষ স্তরে
বিচিত্র, বিশিষ্ট, ক্লান্ত, সামান্যের সংঘর্ষে কাতর;
আগ্নেয় সুরায়, ঠাণ্ডা অবসন্ন নারীর শরীরে
নিমগ্ন অস্তিত্বে তাঁর শোনেন নিজেরই কণ্ঠস্বর।

স্বচ্ছ পানপাত্র থেকে চৈতন্যের নৈঃশব্দ্যের দেশে
অলৌকিক ট্রেনে চেপে রোজ রাত্রি বারোটার পর
নক্ষত্রের রক্তে ভেজা আদিগন্ত রাত্রির আকাশে
চাঁদের লণ্ঠন হাতে পার হন নগর প্রান্তর।

শর্বিত শোণিতে তাঁর পরিণামে মৃত্যুহীন বোধ
অবচেতনার স্তরে ক্রমান্বয়ে কাজ ক'রে যাবে,
আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা ক'রে রাত্রি নেবে শেষ প্রতিশোধ,
সময়ের ঢেউগুলি আলোকিত সাগরে ঘুমাবে।

দ্বৈপায়ন

আমার চারপাশে শুধু জলস্রোত। জলস্রোতে আমি
বহুদিন ডুবে আছি। হৃৎপিণ্ডের নীল রক্তধারা
মিশে যায় নীরন্ধ্র তিমিরে।
ফুসফুসে ধমনীতে শিরায় স্নায়ুতে রক্ত নেই : আমি শোণিতবিহীন

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষয়রোগে
তুমি আমি পিতামহ চতুর দ্বারকাপতি আজ
আক্রান্ত। নতুবা এই জলের উপরে তলদেশে
এত রক্ত কেন?

ভুলে যেতে চাই। তবু দুঃস্বপ্নের মতো মনে পড়ে
দ্বিতীয় বারণাবত অগ্নিপুঞ্জবেষ্টিত প্রান্তরে,
ইতস্তত শব, শিবা, ছড়ানো কঙ্কাল।

জলস্তম্ভে নির্বাসিত শ্রুতকীর্তি আমি
কুরুপতি। সূর্যোদয় অনুভব করি না কখনো।
অন্ধকার, জলস্রোত, অন্ধকার, জলস্রোতে একা
শুনতে পাই হ্রদতীরবর্তী দেশ থেকে তোমার গর্জন।

জল থেকে দুরাত্মার মৃতদেহ তুলে
ভগ্ন-উরু করো। কিন্তু
রক্ত কোথা পাবে বৃকোদর?

জলস্রোত অন্ধকার জলস্রোত অন্ধকারে আমি
সূর্যোদয় দেখি না কখনো।
আমাদের ক্ষরিত শোণিতে
সূর্য অস্ত গেছে বহুকাল।

সপ্তরথী, একটি আর্তনাদ

এ কোন সূর্যাস্তে জলে আমাদের ধ্বংসের প্রতিমা!
অন্ধকার হয়ে এলো, রুধিরের গন্ধমাখা ধারালো বাতাস;
মশাল জ্বালিয়ে পার হবো রণক্ষেত্রটির সীমা
আমাদের রক্তস্রোতে ভেসে যাচ্ছে পশ্চিম আকাশ।
শবাকীর্ণ নদীপথ, লবণাক্ত অশ্বক্ষুর, ধুলি;
প্রতিহিংসা জেলে রাখে শিবিরের বাতায়নগুলি।

পলকে চোদ্দটি হাত এক হোক, ব্যূহমধ্যে চক্ষুহীন রাত।
বড়ো আস্ফালন করে ষোড়শবর্ষীয় এই সমৃদ্ধ শিকার
একজন থাকো ঐ দ্বারদেশে, ছয়জন হানো অস্ত্রাঘাত
পুড়ে যাক বনস্থলী, আত্মার সম্পদ, অঙ্গীকার।
গোয়েন্দা বিবেক পিছু নিচ্ছে, চলো, পালাই নির্জনে,
ফেরারি খুনীর মতো অন্ধকার ঘোরে শালবনে।

অদূরে কিসের শব্দ, আলো কেন জলে প্রস্রবণে?

তুমি দ্বাররক্ষী ছিলে? ছিন্নমুণ্ড চ'লে যাক পিতার নিকটে,
পূর্বাকাশ অগ্নিময় ফুসফুসের ক্ষরিত প্লাবনে;
সপ্তর্ষির মৃতদেহ আকাশের গাঢ় চিত্রপটে।

সূর্যোদয় অভিষিক্ত জ্যোতির্ময় জাহ্নবীর স্রোতে
ছিন্নভিন্ন সাতটি দেহ ভেসে ওঠে সম্মুখে পশ্চাতে।

গল্প-বিষয়ক কবিতা

আমার শরীর এক অবিচল অন্ধকার নদী।
আমি তারই ঠাণ্ডা জলে শুয়ে আছি সারাদিনরাত,
বরফগলানো স্রোত বেয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ড অবধি
সারাদিন শব্দ শুনি, কোথায় ঝরছে প্রতিধ্বনিত প্রপাত।

বাসন ভাঙার সঙ্গে বাবার কাশির শব্দ, মা-র আর্তনাদ।
কে যেন আমার সঙ্গে ঘোরে-ফেরে আমার চারপাশে
দাদাদের কণ্ঠস্বরে চলচ্চিত্র, রাজনীতি, নারী ও বিষাদ ;
বাবার মুখের রক্ত ঘন হয় পশ্চিম আকাশে।

বন্ধুর দাদারা আসে, মাঝে-মাঝে দাদার বন্ধুরা
শারীরিক দাবি নিয়ে। মা-র ভাবনা একান্ত ঐহিক।
আকণ্ঠ অতৃপ্তি নিয়ে পান ক'রে যৌবনের সুরা
প্রেমিকেরা পলাতক। পড়শিরা নীতিবিদ। যন্ত্রণা দৈহিক।
বুকের আগুন, তবু, একুশের জ্বলন্ত কৌতুকে
সিগারেট হ'য়ে জ্বলে অগ্রজের বন্ধুদের মুখে।

ডাক্তারের পরামর্শ দৈববাণী অধুনা আমার।
কয়েকটি শিশুর মুখ প্রতিশ্রুতিবিহীন বিবেকে,
অক্ষিতারকার মধ্যে শব্দহীন, সূচীভেদ্য, ক্লান্ত অন্ধকার ;
আমার জীবিত শব ভেসে যাচ্ছে দিকচিহ্নহীন এক সমুদ্রের দিকে

বি নি দ্র
সং লা প

শতবর্ষে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর

তুমি যদি বেঁচে থাকতে দেখতে পেতে আমাদের দেহ
ভেসে যাচ্ছে গোধূলির ক্লান্ত জলাধারে,
অন্ধকার নামধেয় চলমান নিবিড় সন্দেহ
নেমে আসছে পশ্চিমের মেঘের পাহাড়ে।

আপাতত অংশীদার যূথচারী মানবমিছিলে,
অথচ গাণ্ডীবহীন পরাহত তৃতীয় পাণ্ডব,
দুঃস্বপ্নের অন্তরালে রূপকথার মতো তুমি ছিলে
এবং অংশত সত্যে আমরা আজ শরীরী তাণ্ডব।
প্রেম কিংবা পুরুষার্থ প্রত্যেকের গভীরে অসুখ,
দুঃখের দর্পণে দেখি আমাদের রক্তমাখা মুখ।

পড়ন্ত রোদের কারুকার্যভরা মুখে
কে এসে দাঁড়িয়েছিলো ঝরনাতলায়,
কার বুকে দুলেছিলো বাসি বকুলের মালা ;
কাদের রক্তে লাল গোধূলির আকাশ
কেউ জানে না।
শুধু জানি, সব গল্পই হারিয়ে যায়
শ্রাবণের ধারাজলে,
আর কোনোদিন ফেরে না।

কেমন সহজে তুমি কথা বলো সহজ প্রতীকে,
দিকে-দিকে খুলে যায় সৃষ্টির বিপন্ন বাতায়ন,
আলোর সমীপবর্তী লোকশ্রুতি জ্বলে দিগ্বিদিকে
পঞ্চম ঋতুর মধ্যে প্রথাসিদ্ধ বসন্তযাপন।

আমাকে তুমি দিয়েছো দিন
আলোয় ভরা সঙ্গিহীন
অতিথি রাত পান্থশালার দ্বারে।
সৃষ্টি তোমার মারছে চাবুক
আমিবিহীন আমার সুখ
অন্ধকারে, আলোর পরপারে।

আমাদের চতুর্দিকে জলস্রোত ঘুমে অচেতন
মধ্যরাত্রে জেগে ওঠে অবসন্ন শান্তিনিকেতন।

যদ্যপি অনন্তরাত্রি সর্বস্বান্ত হৃদয়ের মতো
পক্ষান্তরে হতাশাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে,
সন্ধিপর্বে শুদ্ধসত্ত্ব চৈতন্যের কক্ষে সমাহিত
তোমার সৃষ্টির স্বর্গ আমাদের ধ্বংসের শিয়রে।
ভাসমান দেহগুলি আপাতত ফিরে যাচ্ছে দূরবর্তী বাঁকে
বাইশে শ্রাবণ থেকে জ্যোতির্ময় পঁচিশে বৈশাখে।

সংগীতের জন্ম

চাঁদ ডুবে গেছে দূরে, চতুর্থীর তিথির তিমিরে,
প্রতিবিম্বে চূর্ণ চতুর্দিক ;
স্নায়ুর সর্পিল নদী প্রবল স্রোতের দিকে ফিরে
অন্ধকার স্পর্শ করলো নির্মম নির্ভীক।

যে-গান বাঁধবো ব'লে মধ্যরাত্রে প্রদীপ জ্বালাই
প্রতিটি অক্ষর ধ্বনি নিষিদ্ধ নিয়মে পরিম্লান,
শেষ-দৃশ্যে স্তূপীকৃত ছাই,
দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বনিময় ধ্বংসের সে-গান।

আকাশে এখনো রাত্রি, পূর্বাশার সুবর্ণতোরণ
তন্দ্রাহত। কুশীলব শোণিতাক্ত পঞ্চমাঙ্কে স্থির,
নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি ক্ষমাহীন মূঢ় শতাব্দীর
অপবাদ বুকে নিয়ে জাগে পাখি, জাগে শালবন।

খুনের কাহিনী, গীতাভাষ্য, উপনিষদের বাণী
যদিচ নিহিত অর্থে শিষ্ট, সমার্থক ;
মৃত্যুর অপর নাম সংগীত, অন্তিমে শুধু জানি
রাত্রির বিকল্প তুমি, অর্ধমৃত কিংবা পলাতক।

সমাপ্তি

কাহিনীরা সমার্থক সংযোজিত পুনশ্চ সংলাপে।

অন্ধকার রাত্রি তার চূর্ণ করে ধূসর দর্পণ,
বার্ধক্যে বিপন্ন রক্ত আলোকিত সর্বশেষ ধাপে
সুতরাং শুভংকর তোমার আতিথ্য কিছুক্ষণ।

দৈহিক দূরত্ব আর ঐকান্তিক শতেক শপথে
ক্রমশ নিকটতর নগ্নতার ক্লান্তি, অবসাদ ;
প্রাণদ শক্তির উৎস লবণাক্ত শোণিতের স্রোতে :
সংগোপনে জন্ম দেয় মৃত্যুলীন যৌবনের স্বাদ।

সময় শোনে না কারো আর্তনাদ, বিনীত ভাষণ।
বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই মূঢ় প্রকাশক,
আমাকে বিক্ষত করে প্রত্যহের যে-অনুশাসন
পরিণামে কী আশ্চর্য আমি তারই নিষ্ঠুর ঘাতক।

নক্ষত্রের মৃত নদী নিশীথের ম্লান ছায়াপথে,
বৈদিক স্তোত্রের মতো মৃত্যুহীন আমি-ষষ্ঠ ঋতু,
তুমিও প্রশান্ত হও শারীরিক আলোর জগতে
সমাপ্তির অন্ধকারে তৈরি হবে বিচ্ছেদের সেতু।

অন্ধকার, কয়েকটি শব্দ

আমি তার পদশব্দে মধ্যরাত্রে জেগেছি যখন
অন্ধকার শুয়েছিলো আমাদের পাশে,
ক্রমাগত নৈঃশব্দ্যের অন্তরালবর্তী উপবন
কেঁপে উঠলো বিস্ময়ের বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে।

শব্দের তরঙ্গ থেকে আমি তার বাতায়নবিলাসী মুখের
প্রতিবিম্বে দেখি অন্ধকার,
সমৃদ্ধ স্তনের বৃন্তে নক্ষত্রখচিত অসুখের
স্তব্ধতার গাঢ় উপহার।

দূর, বহুদূর থেকে জলপ্রপাতের শব্দ, উপত্যকাউদ্বৃত্ত প্লাবন
সমবায়ী স্বপ্নে কিংবা ক্লান্ত জনপথে,
শেষরাত্রে দিগ্বিদিকে তমসাবিদীর্ণ জাগরণ
বিচলিত নিসর্গের হিম রক্তস্রোতে।

পল্লবিত ঐশ্বর্যের অতিথিরা একে-একে ফিরে গেলো কাল,
তারা সব অর্ধমৃত, পরতন্ত্রী, তৃপ্ত, পলাতক ;
কেউ তারা দেখলো না শোণিতাক্ত চাঁদের মশাল,
স্নান সেরে নিতে গেলো আত্মহত্যাপ্রবণ স্নাতক।

মধ্যরাত্রে জেগে দেখি উপত্যকা কেঁপে উঠছে গরম নিঃশ্বাসে,
অন্ধকার শুয়েছিলো আমাদের পাশে।

পিকনিক

আসন্ন ঝড়ের পূর্বে গাছপালা স্তব্ধ হ'য়ে আছে।
যদিও প্রকাশ্যভাবে বৃক্ষের শরীর
ধূলায় লাঞ্ছিত হবে, তবু তার অন্তর্গত আগুনের আঁচে
পোড়াবে পার্বত্যসভা, শোকযাত্রা, স্রোত, নদীতীর।

অথবা সে ভূমিশায়ী স্পর্ধার সমীপে
প্রত্যেকেই পদানত হবে। যার ইচ্ছে দূরে স'রে যেতে পারো,
কিন্তু ব্যক্তিগত কক্ষে স্বরচিত সোপানে বা দ্বীপে
কেউ আস্ত থাকবে না, এমনকি রাত্রির পাহাড়ও।

কেউ-কেউ গোধূলির রক্ত মেখে স্বয়ংশাসিত
ঝরনায় স্নাতক হবে। অবগাহনের অবসাদে
স্বতন্ত্র দর্পণে রোজ প্রসাধনে হবে উদ্ভাসিত
এবং অজ্ঞাত এক পদচিহ্নে অন্ধকার খাদে
শরীর নিক্ষেপ ক'রে নৈঃশব্দ্যের কবর সাজাবে।

প্রতিটি চিহ্নিত, নগ্ন, নিত্যকর্মবিরোধী শরীর
প্রসিদ্ধ নিয়মে শুধু ভক্ষ্য হয়। এবং যেহেতু
মস্তিষ্ক, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, বনভোজে অতি উপাদেয়
কেবল তৃতীয় ব্যক্তি সামাজিক প্রয়োজন ভেবে
পরিত্যক্ত চামড়া দিয়ে রমণীয় ডুগডুগি বানাবে।
দু'শো ছয়খানি হাড়ে তৈরি হবে যৌতুকের সেতু।

বাতায়নে জ্ব'লে উঠবে ধ্বংসের সংগীত আর পবিত্র নির্ঝর।

বিনিদ্র-সংলাপ

(লীনা ও শতক্রকে)

অন্ধকার আকাশের নিচে
অবিরল রক্তস্রোতে শুয়ে আছি সারাদিন রাত,
অযুত যোজন থেকে ক্ষীণতম সুরে
শুনেছি জলের শব্দ দূরে।

চতুর্দিকে বাজনা-বাজা উৎসবের দিন,
কয়েকটি রক্তাক্ত মুখ, রৌদ্রের সন্তাপ
বুকের নিভৃত কক্ষে পেতেছে আসন।

পাথরে ফোটাই পেশী, ধ্বংসস্তূপে গান,
চেয়েছি পাই নি তবু আরেক সন্ধান।

সমস্ত মরণশীল দৃশ্যপুঞ্জে
আমি তার পদশব্দ শুনি,
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মুদ্রাদোষে
বিয়োগান্ত অমর ফাল্গুনী।

আলোর বিশাল কক্ষে যাতায়াত আছে।
এমন অতিথি নেই আমাদের কাছে।

নিদ্রাহীন এ-শতক। বিনিদ্র সংলাপ।
প্রাগৈতিহাসিক সুরে রক্তের বিষণ্ণ অন্তঃপুরে
আমরা কয়েকজন সারাদিন রাত
শুনেছি জলের শব্দ দূরে।

দ্বিতীয় মৃত্যু

কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো পড়ন্ত বেলার বাতায়নে।
চতুর্দিকে গাঢ় অন্তরাল,
পল্লবমর্মরে আজ সব রৌদ্র অন্তিম শয়নে
জাদুকর পশ্চিমী মশাল।

স্নায়ুতন্ত্রে ঝলসে ওঠে বজ্রপ্রতিধ্বনিত অম্বর
নিসর্গের চিত্রনাট্য বিষাদ, বিস্বাদ, প্রতারক ;
পার্শ্ববর্তিনীর ওষ্ঠ জ্বরতপ্ত প্রলাপে মুখর :
পশ্চিমে নিজস্ব রক্তে হত্যাকারী মেঘেরা স্নাতক।

কাল তুমি ফিরে যাবে ভয়ঙ্কর অদৃশ্য প্রপাতে,
সম্ভবত পরশু আমি। তারপর ক্রমান্বয়ে এক
নির্জন নয়নবহ্নি জনপদে আন্তরিক অশনিসম্পাতে
পোড়াবে আশ্রয় আর সংঘবদ্ধ ভূতের বিবেক।

ছাখো, শুষ্ক নদী, গ্রাম, ফসলের বিষণ্ণ সমাজ
আলোর মরণশীল তরঙ্গে স্থাপিত ;
পড়ন্ত বেলার ঐ বাতায়ন থেকে তুমি আজ
ধ্বংসের বিকল্প এক সরোবরে রবে প্রতিষ্ঠিত।

দুঃস্বপ্ন

অন্ধকারের পদতলে ঐ শাষিত নদীর জলে
মধ্যরাত্রে ফিরে এসে দেখি ভাসমান দেহ তার,
অধরে বক্ষে ঊরুসঙ্গমে আগ্নেয় কোলাহলে
ভঙ্গীবহুরূপে খুলে যায় তার শোচনীয় সত্তার।

অশথের ছায়া নদীটির জল
মৃদু প্রতিবাদে করে টলমল।
বুকের বাঁ-ধারে অশনিপ্রতিম খড়্গের রসনাতে
আগুন ঝলসে উঠছে, নিবছে
স্মৃতিভারে, অবসাদে।

এই কক্ষের বাহিরে ভিতরে কযেকটি শবদেহ
চলাফেরা করে। ফুসফুস নেই, মগজে সাজানো খড়ে
পেট্রোল ঢেলে পোড়ায় সংজ্ঞা, মৌলিক সন্দেহ।
অন্ধকারেরা টহল দিচ্ছে অলিন্দে চত্বরে।

আদিম স্বভাবে দ্রুত নিবে যায় প্রতিটি শরীরী রেখা,
ভাসমান ঐ দেহদর্পণে স্বমুখ দেখি না আর,
রক্তমাখানো হাত ধুয়ে নিতে মধ্যরাত্রে একা
তারার আগুন-ছড়ানো নদীতে নেমেছি অনেকবার।

স্পর্শ করতে পারি নে সে-জল, শারীরিক অপবাদে
ভারী হয়ে ওঠে অতলে শায়িত রূপসীর আবরণ;
যেন বা দূরের অশ্বক্ষুরের আলোকিত অবসাদে
ফিরে আসে পুনঃ ক্লান্তিশাসিত কক্ষের জাগরণ।

বার্ধক্যের দেশে

গোপনে নিঃশ্বাস টানি বলিরেখাকণ্টকিত বার্ধক্যের দেশে,
লোলচর্মাবৃত মুখ রামগরুড়-সন্তানের মতো
মৃত্যুর পরেই মুক্তি, বেঁচে থাকা অভ্যাসের দায়। নির্বিশেষে
প্রত্যেক যযাতি আজ দিব্যজ্ঞানী। বার্ধক্যের অধিকার প্রবীণ, সঙ্গত।

যূথচারী পঙ্গপাল স্তব্ধতার প্রতীক অম্বরে
দুরারোগ্য বীজমন্ত্র উপভোগ্য রক্তের সম্বল,
পরিণাম অনিবার্য, আদিপর্বে আকাঙ্ক্ষিত ঝড়ে
চূর্ণ করে মধ্য কিংবা শেষ রঙ্গ। অথচ চপল

যুবতী কুমারী তন্বী কালিদাস রবীন্দ্রনাথের
বরণীয় বর্ণনায় যাকে বলি যৌবনের দূতী
তারা যে একান্তরূপে দুর্লভ একথা প্রপাতের
প্রতিধ্বনি প্রমাণ করে না। প্রতিশ্রুতি
প্রায়শ সুউচ্চ মূল্যে ক্রীত। শুধু হরিধ্বনি
শবযাত্রা মূল্যবান করে। গাঢ় অন্ধকারে আহত সরণি।

তবে কি শুদ্ধির আশা অসম্ভব? দুর্গ অভ্যন্তরে
যখন সতর্কভাবে নেমে আসে চতুর গোধূলি
চতুর্দিকে রক্তস্রোত ভেসে যায় অলিন্দ চত্বরে,
সেই সন্ধিলগ্নে তাকে ভুলি
যার নামে কৈশোরের কৃষ্ণচূড়া জ্বলে, কিংবা যৌবনের বিশাল শ্মশান
যে নামে বিশুদ্ধ হয়। ভুলে যাই তার নাম, তার পরিণাম।

কেবল অন্তিম দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসে শীত,
প্রতিটি বৃদ্ধের বুকে সহসা বিপন্ন সরোবর,
রক্তমাখা ছায়াছবি পক্ষান্তরে দৃশ্যের অতীত
মাদুলি ধারণ করে নপুংসক যযাতির শেষ বংশধর।
আকাশে হাওয়ায় শুধু ভস্মীভূত মদনের গাঢ় সমাধান
সমার্থক শূন্যতায় ভোরের প্রার্থনা কিংবা সন্ধ্যার আজান।

তথাপি সংঘর্ষ কাম্য শব্দহীন বার্ধক্যের দেশে
যেখানে রক্তের স্রোত নর্দমার জলস্রোতে মেশে।

বারান্দা

সন্তোজাত অন্ধকার গোধূলির বিবর্ণ শিশুকে
প্রকাশ্যে নিহত ক'রে ফিরে গেলো দূরের প্রান্তরে।

বারান্দায় ঠাণ্ডা ঘন রক্তচিহ্ন জ'মে আছে।

কেউ কেউ নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে স্নিগ্ধ হ'তে পারে
বাকি সব ফিরে যায়
ভূমিষ্ঠ আঁধারে।

আমরা অনেককাল সূর্যোদয় দেখি নি। কারণ,
ভোরের অবৈধ ঘুম হননের সুখ
লাভ করা গুরুর বারণ,
নাইট্রিক্ অ্যাসিডে পোড়ে আমাদের ফটোগ্রাফ, মুখ।

নিঃশব্দ, রোমাঞ্চকর, জ্যোতির্ময় বারান্দায় ব'সে
অন্ধকার ভোজালি শাণায় ;
নর্দমার পদশব্দে, বাতাসের বিস্ফোরণে, স্বতন্ত্র আক্রোশে
সারা গায়ে রক্তমেখে চাঁদ এলো বৈঠকখানায়।

উৎসবের রাত্রি

আবহমান অন্ধকারের রক্তধারায় ভিজে
এসেছি আজ উৎসবের বিপুল সমারোহে,
মরণশীল জ্যোৎস্না-ভরা হাতে
পেয়েছি তাকে বাজনা-বাজা মশাল জ্বালা রাতে
অনুরাগের বর্ণে যাকে বাঁধবো ব'লে আমি
নেমেছি এই ধীর নদীতে ; জানেন অন্তর্যামী।

ঠাণ্ডা হাতে দোর খুলেছি অপরিসীম ভোরে,
দেখি নি কারো সমর্পিত মুখ ;
উঠোন বেয়ে গড়িয়ে পড়ে রোদ,—
শালিক চড়ুই প্রাত্যহিকের দায়ে
খড়কুটোতে গড়ছে প্রতিরোধ।
সবই কঠিন হাতের মুঠোয়
পিপাসালীন জলের প্রতিবেশে,
পেয়েছি নীল আকাশভরা আলো
সব পেয়েছির দেশে।

আজকে বড্ড রোদ পড়েছে
আমার ছোট্ট ঘরে,
আগুনে পোড়ে মাঠ ;
চরিতার্থ সফলতায় বন্দী পরবাসে
যৌবরাজ্যে অসুখী সম্রাট।
ঝলসানো লাল সরলতায় দিনের তলোয়ার
পলাশে তার আন্দোলিত বিভা,
ঘনিয়ে ওঠে বিনিময়ের বিষ,

প্রবলতর প্রাণীর কাছে ইতিহাসের নায়ক
সংগোপনে করেছে কুর্নিশ।

রৌদ্রে জলে নীরব হ'লে ঝরাবকুলদল
নদীরা আসে হারিয়ে যায় পরিধিলীন জলে,
কেবল স্মৃতি প্রতিভাসের সফলতায় এলে
অসামাজিক মূল্যে তাকে বাঁধব ব'লে আমি
এসেছি ফিরে আবহমান অন্ধকারের দেশে।

করতলের অগ্নিবলয় খরজলের স্রোতে
হারিয়ে যায় প্রাক্‌পুরাণিক কাহিনীটির মতো।
দীপান্বিত উৎসবের শোকের দাবদাহে
নিজের গাঢ় রক্তধারায় সমর্পিত মুখ
শান্ত হবে বাজনা-বাজা মশাল-জ্বালা রাতে।

কথোপকথন : চৌদ্দ শো সাল

দেশলাই আছে ? সিগারেট দিতে আপত্তি নেই কারো।

বহুদিন পরে দেখা হ'ল আজ, চৌদ্দ শো বঙ্গাব্দ
জুয়ায় ফতুর যে-কোনো সুযোগসন্ধানী পেতে পারো
ভোগ্য পণ্য রম্য রমণী। নীলিমা যদিও স্তব্ধ

আপাতত আমি বধির সভ্য সৎকারসংঘের,
চিন্তা নামক ভূতুড়ে বাড়ির মাড়াই নে চৌকাঠ,
মগজে চারশো বোল্‌তা ছাড়াও ইঁদুর রয়েছে ঢের ;
মাঝে মাঝে পাই নিজের বিবেক বিক্রির কন্‌ট্রাক্ট্।

পাহাড়ের গায়ে পবিত্র শুধু নিজেরই কণ্ঠস্বর !
পা ফস্‌কালেই দশ হাজার ফুট খাদ,
মাসিক বেতনে স্বয়ংশাসিত স্বর্গে অধীশ্বর ;
বাচাল গ্রন্থে বেচালবুদ্ধি, বড়ো বেশি অবসাদ।

কেবল সহজ নিজেই কামানো বন্ধুর দেয়া ক্ষুরে,
কামাতে কামাতে হঠাৎ ফিন্‌কি—রক্ত, কিসের শব্দ !
ডান হাত বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা গাঢ় রুধিরের অঙ্কুরে
বনস্পতির আবহ ঘনায়। চৌদ্দ শো বঙ্গাব্দ।

সন্তাপ

বৃদ্ধেরা সন্ধ্যায় আসে বলরাম সরকারের ঘাটে
খুলে যায় সূর্যাস্তের রূপ,
সৌজন্যসম্মতভাবে স্রোত বয়, যদিও ঘোলাটে
তবু খোশগল্পে মত্ত ঢেউগুলি অপ্রস্তুত, চুপ।

আমিও সূর্যাস্ত দেখি বরদাব্রিজের প্রতিবেশে
মাঝে মাঝে সঙ্গী পাই, সঙ্গী সেই শশী ;
শেষ ট্রেন চ'লে যায় ভয়ানক স্রোতে, তলদেশে ;
বৃদ্ধেরা স্বতন্ত্র, কিন্তু সূর্যাস্তের দাবি বড়ো বেশি।

সেলুন

এখন সময় যত্নে শাণানো ক্ষুর
ঝল্‌সে উঠছে সহসাক্ষিপ্ত ক্ষৌরকারের হাতে,
ক্রমে উন্মাদ ক্ষুর ব'সে যাবে গোধূলির গলদেশে
রক্ত, রক্ত সারা পশ্চিমে, তোমার চিবুকে, কেশে।

যুবরাজ নই। অমিত আশার
চাবুকে জ্বলে নি বাসনা আমার।
এখানে কেবল পাহাড়ে পাহাড়ে বিকেল দেখবো ব'লে।
পালিয়ে এসেছি। তুমি চ'লে যাও সমতল অঞ্চলে।

সেখানে ঠাণ্ডা ঝরনার জলে রুধির জমেছে ঢের
জলের শব্দে শস্যক্ষেত্র রৌদ্রপ্লাবিত পাখি
বুকের গভীর অসুখে লিপ্ত, গূঢ় ষড়্‌যন্ত্রের
সমাচার শোনে খরশান সমীরণে।
কান পেতে শুনি বৃষ্টির সুর
থেমে গেছে বহুকাল,
মগজে ঘুরছে ফিরছে ফেরারী
স্মৃতির পঙ্গপাল।

কাল দেখা হ'ল তপনের সাথে, সন্তকামানো মুখ,
তোয়ালে ক্ষুরের চিহ্ন, শুকনো রক্তের চেনা দাগ;
পরশু সেলুনে ঢুকবে সামলে খালি মনিব্যাগটিকে
বাঘের চোখের মতো আয়নারা জ্বলবে চতুর্দিকে।

অথচ এখনো পাহাড়ে পাহাড়ে বিকেল দেখবো ব'লে
চ'লে আসি একা অপরাধবোধহীন,
অন্ধকারের লাশ ভেসে গেলে ঝরনার কালো জলে
দু-জনে শুধবো ক্ষৌরকারের ঋণ।

প্রাতিভাসিক

সমস্ত নদীর জলে জেগে ওঠে প্রবল উৎসাহ
তরঙ্গের তলদেশে নির্জন মরণশীল আলো,
অন্ধকারে শব্দহীন আদিগন্ত শোণিতপ্রবাহ
নক্ষত্ররচিত খড়্গো ঝল্‌সে ওঠে কেমন ধারালো।

মধ্যরাত্রে অরণ্যের স্বাভাবিক বিক্ষোভ বিরোধ
আপাতত আন্দোলনহীন।
পরিশ্রান্ত বাতাসেরা ভুলে যায় বেগবান বোধ
হৃৎপিণ্ড রক্তাক্ত করে চাঁদের সঙ্গিন।

অথচ প্রতিটি দেহ বিনিদ্র, স্রোতের প্রতিকূলে ;
গলায় বিচিত্রবর্ণ আকাঙ্ক্ষার ফাঁস,
কেবল সমস্ত নদী দেখতে পায় হৃদয়ের বাতায়ন খুলে
কয়েকটি শিশুর রক্তে ভেসে যাচ্ছে ভোরের আকাশ।

দ্বৈতভাষণ

প্রগল্‌ভ গ্রন্থের ভিড়ে, জীবিকায় আত্মসমর্পণ।
সময়ে রূপসী ভার্যা, সুসন্তান, নৈতিক উন্নতি,
সঙ্গত প্রতিষ্ঠা, যশ, আকাঙ্ক্ষার বিচূর্ণ দর্পণ,
পরিতৃপ্ত কানে বাজে ক্লান্তিকর সামাজিক স্তুতি।

চতুর্দিকে গার্হস্থ্যের সুকঠিন মূঢ় চক্রব্যূহ
আমাকে নিহত করে অর্থ কিংবা সমৃদ্ধির ছুরি,
মর্ফিয়ার মতো এক সাংসারিক বিষের সন্দেহ
রক্তের কুটিল কক্ষে ধ'রে ফ্যালে সমস্ত চাতুরী।

চোখ বুজে শুয়ে থাকি কলুষিত আনন্দের পাঁকে
ঘর্মিল মোষের মতো কর্দমাক্ত শান্তির কবলে,
তারপর স্বর্গে যাবো ; আক্ষরিক মৃত্যু বলে যাকে,
পাড়ায় সুখ্যাতি হবে নির্ভেজাল ভদ্রলোক ব'লে।

কেউ কেউ বেঁচে থাকে সঙ্গিহীন রক্তাক্ত সম্রাট
অখ্যাতির সিংহাসনে উচ্ছৃঙ্খল, ঋজু, দুর্বিনীত ;
কাঙ্ক্ষিত নারীর বুক পৃষ্ঠদেশ গ্রীবা ও ললাট
যন্ত্রণার যৌবরাজ্য চূর্ণ করে খেলেনার মতো।

অসমাপ্ত আলিঙ্গনে নির্বাসিত শরীর, সময় ;
সত্তার সপ্তর্ষি তার রক্তস্রোত আলোকিত করে,
শোণিতাক্ত শিল্পলোকে সে-ই একা আত্মঘাতী হয়,
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু সংকুচিত শেষ কণ্ঠস্বরে।

প্রহরী

উপত্যকা শব্দহীন, স্তূপীকৃত সৈন্যদের দেহ ;
আমি একা যাবো না পাহাড়ে।
পানীয় জলের বড়ো অভাব এবং
বিবেকের গতিবিধি নিষিদ্ধ এখানে।

পাথরের চোখেমুখে শুকনো রক্ত,
ঘাসের শিবিরে
ছেঁড়া মাংস, কার্তুজের খোল।
মুনাফার নর্দমায় প্লাবিত শকুন।

দু-টি পাহাড়ের মধ্যে
হৃৎপিণ্ড জুড়ানো নদী আছে,
রক্তমাখা একটি উপবনও।
ইতস্তত বন্ধুদের মৃতদেহ ফেলে,
আলোর বিকল্প ঐ সরোবরে
যাবো না কখনো।

পরস্পর

কয়েকটি আবছা মুখ, আলোর তরঙ্গ চতুর্দিকে
তরঙ্গিত প্রতিঘাতে চূর্ণ করে প্রতিটি দর্পণ ;
সুসজ্জিত কক্ষে মৃত্যু কম্পমান, সংহত শোভন ;
নির্জনে নিহত করে অন্ধকার একান্ত সঙ্গীকে।

দেয়ালে বিচিত্রবর্ণ চিত্ররাশি, সাজানো ঘরের
প্রকাশ্যে বিভিন্ন দৃশ্য, মাংসপিণ্ড, অংশত শরীর।
রেডিও, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ফুলদানি, নগরীর
বহুমূল্য আসবাব, প্রসাধন, বিভিন্ন স্তরের
চাটুবৃত্তি, তোষামোদ, প্রবঞ্চিত প্রাণের উল্লাসে
সমার্থক শব্দপুঞ্জে একই কেন্দ্রে ঘন হয়ে আসে।

যদিচ নিহিত অর্থে এই স্বপ্নরাজ্যে অধীশ্বর
আমি নই, কারণ তা অসঙ্গত, অতি নাটকীয় :
তবুও লৌকিক রূপে উক্ত দৃশ্যাবলী পরস্পর
সংঘাতে আমারই স্নায়ু ক্লান্ত করে ; এবং যদিও
আলোচ্য সংলাপ কিংবা দৃশ্যাংশের মধ্যে বারংবার
আমারই রক্তের স্রোত ঢেলে দেয় নগ্ন অন্ধকার—

তথাপি এ রক্তবর্ণ কক্ষে শুয়ে আছি সারাক্ষণ
কয়েকটি প্রতীকী মুখ, অবসন্ন শরীর ক'জন ;
দুর্যোগ ক্রমশ বাড়ে—দেহের মনের নানা দাবি
বর্ণনীয়, জানি, তবু এ-বর্ণনা নিরর্থ, কেতাবী।

আলোর আড়াল থেকে স'রে আসি। পরতন্ত্রী মুখ
তরঙ্গের উপকূলে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের রঙ
স্পর্শ করে। শোণিতের যথাপ্রাপ্ত অদৃশ্য অসুখ
কোনো ধ্রুব প্রত্যয়কে প্রতিভাত করে না। বরং
আমারই দ্বিতীয় সত্তা গোধূলির তিমিরাভিসারে
শৈশব স্মৃতির কক্ষে ফিরে আসে বিভিন্ন আকারে।

সেই স্তব্ধ গাঢ়তম নির্বিকল্প পাথরের স্তূপ
বুকে নিয়ে শুয়ে আছি নির্ভেজাল মূর্খ, প্রতারক;
চতুর্দিকে বস্তুপুঞ্জ আলোকিত আশ্বাসে নিশ্চ প
স্বয়ং আমিই তার স্রষ্টা, দ্রষ্টা, পালক, ঘাতক।

অন্ধকার হয়ে এলে অন্ধকারে ডোবে চারিদিক
আমার প্রতীক মৃত্যু কিংবা আমি মৃত্যুর প্রতীক।

সন্ধিপত্র

আমাদের চতুর্দিকে অন্তরঙ্গ আগ্নেয় পরিধি।

শোণিতাক্ত কারুকার্যে গ'ড়ে তুলি গাঢ় উপবন,
রক্তের প্রবাহে নীল শোচনীয় অন্ধকার নদী,
অনিবার্য অগ্নিদাহে ছয় ঋতু জ্বলে সারাক্ষণ।

প্রত্যহের পুরোভাগে যাকে দেখি চক্ষের সম্মুখে
তারই প্রতিবিম্বে আমি চূর্ণ করি রক্তের নদীর
প্রতিটি স্বগত ঢেউ ; সূর্যাস্তের সমারোহ বুকে
ফিরে যাই অন্ধকারে, অন্ধকার আমার শরীর।

যে-বাতাসে আন্দোলিত তাল শাল তমালের বন
ধ্বংসের শিয়রে তার সমাচার মূঢ় ঝঞ্ঝাবাতে
অবিচল। প্রতিষ্ঠাকে প্রকাশ্যেই করেছি বর্জন,
সন্ধিলগ্নে তাকে পাই আশ্বিনের জ্যোৎস্নাভরা রাতে।

সে-দৃশ্যের অন্তরালে দৃশ্যপুঞ্জ জ্বলে অবিরাম,
পড়শিব নিন্দাবাদ গাত্রদাহ কলকণ্ঠ স্তুতি
সমার্থক উদ্দেশ্যকে সবিনয়ে জানায় প্রণাম,
অস্তিমে প্রস্তুত আমি ; কালান্তক আমার প্রস্তুতি।

অতঃপর আচম্বিতে প্রতারিত পথিকের মতো
বিহ্বল বিনষ্ট চিত্ত পরিণামে বিচূর্ণ বিশ্বাসে
প্রত্যহের দায়ভাগে সাময়িক সিংহাসনচ্যুত
সম্রাটের দাক্ষিণ্যকে ফিরে পাই যার সহবাসে
তারই নগ্ন দেহকান্তি অন্ধকারে জ্বলে ধীরে ধীরে,
নিমেষে বিলুপ্ত আমি জ্বরতপ্ত মাংসের শিবিরে।

তথাপি যে মূল্যবোধে অগ্নিদগ্ধ যৌবনের পাখি
নীড় চায়, তাকে কোন্ স্বস্তিবাক্যে ফিরাবো সন্ধ্যায়!
কিংবা আমি জ্ব'লে উঠবো আকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ একাকী
শুরু হবে প্রথাসিদ্ধ নিরাসক্ত প্রাগুক্ত অধ্যায়।
অরিষ্ট নীতি বা নেতি পরিহার্য ভেবে অতঃপর
কোন্ গাঢ়তম মন্ত্রে অভিষিক্ত হবে স্বয়ংবর।

অজ্ঞাত সে ইতিহাস। অনির্বাণ আগ্নেয় পরিধি।
সর্বস্ব অর্জনে রিক্ত ক্ষণিকের অবিকল সুখে
বিধাতার ধৃষ্টতায় চূর্ণ ক'রে শৃঙ্খলিত বিধি
স্বর চিত সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলি তোমার সম্মুখে।

প্রতিবিম্বের প্রতি

দর্পণে যে-মুখ দেখি সে আমারই প্রতিবিম্ব বটে।

পরিণামে এ-শরীর প্রত্যহের রোদ বৃষ্টি ঝড়,
আলোকিত আশ্বাসের ছায়াগুলি ম্লান দৃশ্যপটে।
প্রতিহিংসা জেলে রাখে বৈশাখের ধূসর অম্বর।
উচ্ছৃঙ্খল কাহিনীকে আলোকিত করেছে গোধূলি,
শান্ত হও হে আকাশ। আকাশকে শান্ত হতে বলি।

দর্পণ প্রতীক, মৃত প্রতিবিম্বে আন্দোলিত মোহ,
নন্দিত নির্বাণ লাভ গৌতমের ভাষ্যে অতঃপর;
অথচ বৃত্তের কেন্দ্রে ইতস্তত বিচূর্ণ বিদ্রোহ
পলাতক পাখিগুলি প্রতিধ্বনিসম্পন্ন নির্ঝর।

আমাকে এ-কোন্ দুর্গে বন্দী ক'রে রেখেছে গোধূলি?
কোন্ বরণীয় মন্ত্রে নান্দীপাঠ কাম্য হবে তার,
আসক্তিবিহীন মুক্তি নির্বোধের, করতলগুলি
নিজের শোণিতে পূর্ণ; মুখ ভাসমান অন্ধকার।
ধ্বংসের বিপুল স্তরে সমাহিত ঝড়ের স্পন্দনে
রাত্রি এলো অভিসারে কলঙ্কিত গোলাপের বনে।

অর্থহীন বাক্যবন্ধ, চিত্রকল্পে শায়িত বিষাদ;
অম্লান আতিথ্যে আছি বিয়োগান্ত বোধের সমীপে,
যে-নদী আবর্ত রচে ঘূর্ণিপাকে হানে প্রতিবাদ
তারই জ্যোতির্ময় স্রোত স্বরচিত শিল্পময় দ্বীপে।

আলোকিত প্রতিষ্ঠায় শুভ্র বুক, নম্র গ্রীবা, কোমল ললাট ;
কণ্ঠস্বরে মৃত্যুহীন খরস্রোতা নদী।
সৃষ্টির সে-সিংহাসনে সময়ের বিষণ্ণ সম্রাট
ফিরে পায় জিজ্ঞাসার বিশাল জলধি।

দুলছে মৃত্যুর শব আদিগন্ত তমসার জলে,
অন্তহীন দুঃস্বপ্নের মতো এই দর্পিত শতক,
ভাসমান মৃতদেহ কখনো দেখি না কৌতূহলে
দর্পণে যে-মুখ দেখি সে আমারই প্রধান ঘাতক।

প্রতীকের মৃত্যু

১

একদা সম্মুখে ছিলো শব্দহীন শস্যের প্রাঙ্গণ,
বাতাসে এখনো তৃষ্ণাতুর ঘ্রান পারদর্শিতায
স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ক্ষুরধার রৌদ্রের শরীরে
বিদীর্ণ শস্যেরা আজ মৃত। মাঠ পদশব্দহীন।
আমার বুকের মধ্যে শুয়ে আছে আদিগন্ত ফসলের শব,
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলন্ত বিকেল ঘিরে শোণিতাক্ত আলোর উৎসব।

২

অথচ জানালা খুলে নৈঃশব্দ্যের ঐ বাতায়নে
পেয়েছি পুষ্পিত মুখ। চক্ষুর পল্লবে দীর্ঘছায়া
গ্রামান্তের বেণুবনে যার প্রতিভাস,
কিংবা ঐ শরীরের বিভিন্ন স্তবকে অলৌকিক
মেঘ রৌদ্র আলো পাখি ডুবে যায় অসহ্য পুলকে।
কার মুখ, কিবা তার পরিচয়, কোন্ নামে চিহ্নিত শরীর
ভুলে যেতে চাই। কিন্তু স্মৃতির বিকল্প সরণির
অন্য নাম কৃতঘ্নতা। আমি তার পদপ্রান্তে রেখেছি চিবুক।

৩

কিন্তু এক দুরারোগ্য মৌলিক নিয়মে
শরীর রাত্রির স্বাদে ভ'রে ওঠে। কণ্ঠ, গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ, চুল
ক্রমশ বিক্ষিপ্ত তাঁবে ভেসে যায় খরস্রোতে, অতল গহ্বরে।
জলস্রোত, জলস্রোতে রুদ্ধশ্বাস প্লাবিত কক্ষের
অভ্যন্তরে আমি একা। দূরে, পরপারে
নদী মাঠ অরণ্যের শোকসভা। প্রধান অতিথি অন্ধকার
প্রেতাত্মার মতো ঘোরে ভূতপূর্ব শস্যের প্রাঙ্গণে।

৪

কাহিনীরা শারীরিক ত্রুটীশূন্য হ'তে গিয়ে ক্রমে
শিথিল, বিপদাপন্ন। এবং যদিচ পদাঘাতে
সমস্ত প্রবাসযাত্রা শেষ ক'রে ফিরে যেতে চাই
কক্ষান্তরে, অনন্ত প্রবাসে,
তবু ঐ কেন্দ্রবিন্দুবিচ্যুত আলোর
রশ্মিজালে দিগ্বিদিক আকীর্ণ করেছে।
দূরের পাহাড়ে কারা স্খলিত শব্দের সন্নিপাতে
ফিরে আসে। আমি একা, অন্ধকার, মুষ্টিমেয় পতঙ্গ, স্রোতের
জলের তরল শব্দ, বাতায়ন, আকণ্ঠ প্লাবিত বনভূমি।

যদি ফিরে যাই, অবসাদ সঙ্গী হবে।
অথচ নিকটবর্তী জলাধারে আমার শীতল মৃতদেহ
পাহারা দেবার ছলে জেগে থেকে দেখি
নক্ষত্রের পদতলে শুয়ে আছে সমস্ত আকাশ।
কয়েকটি নদীর সঙ্গে কথা ব'লে কিছু অশ্বারোহী
পরবাসে ফিরে গেলো। আমি একা শস্যের প্রাঙ্গণে
ঠাণ্ডা শবের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেয়ে
ভয়ানক চমকে উঠি। বাতাস এবং পাখি বেকসুর মুক্তিলাভ করে।

পাহাড়ের পরপারে বিশাল রক্তের নদী ভোরের আকাশ
জ্বেলে রাখে। মধ্যবর্তী খরস্রোতে ভেসে যায় ফুল,
শবদেহ, অন্ধকার, পরাক্রান্ত শস্যের ভাণ্ডার।

প্রত্যাবর্তন

অশ্বত্থপল্লব থেকে রৌদ্র গেলো বন-অন্তরালে।

ফিরে গেলো বনবাসে গোধূলির বিষণ্ণ প্রতিমা,
শুধু তার মুখপানে বারেক চেয়েছি ফিরে, আর
কোনোদিন আসবে না ; স্বেদরক্ত-ক্ষরিত সংসার
পাবে না সে-করস্পর্শ। তবু যাকে জলধারাপাতে
বৃষ্টির শব্দের মতো অনুভব করেছি, এবার
সর্বস্ব অর্পণ ক'রে ফিরে যাবো। দৃশ্যান্তে তখন
দিগ্বিদিকে কেঁদে উঠবে সযত্নে সাজানো উপবন।

ক্লান্তি নেই, ক্ষমা নেই, কালান্তক আগুনে শিবির
ভস্মীভূত বহুকাল আগে। শুধু মাতাল বাতাস
দুরান্ত মর্মরে আজ জলের শব্দের উপহাস
একান্তে চিত্রিত করে। তার নাম স্মৃতি, কিংবা শোক।

নৈঃশব্দ্যের বাতায়নে তুমি যেই দু'বাহু বাড়ালে,
অশ্বত্থপল্লব থেকে রৌদ্র গেলো বন-অন্তরালে।